346

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN 24 1999 ...
পৃঃ ৪ কলাম ৮

প্রসঙ্গঃ এক শ্রেণীর শিক্ষকের নৈতিক দীনতা

যন্ত্রণাদগ্ধ ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় লইয়া এই পত্র লিখিতেছি। মানুষ গড়ার কারিগর বলিয়া কথিত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমাজের কথা স্মরণ করিয়াই আমার এই লেখা। সন্দেহ নাই দীর্ঘদিন ধরিয়াই মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়াছে সমাজ দেহের সর্বত্র। ভাবিয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হইতেছি যে, শিক্ষক সম্প্রদায়ের একাংশ এই ব্যাধিতে কেবল আক্রান্তই হন নাই অকল্পনীয়রূপে কলঙ্কিত হইয়াছেন। শিক্ষকতার সুমহান নীতি, আদর্শ, অধ্যায়নকে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে দেখিয়াছি কোমলমতি শিক্ষার্থীকে দিয়া নিয়মিত সিগারেট আনাইয়া তাহার সম্মুখেই ধূমপান করিতে। কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষককে দেখিয়াছি স্বহস্তে পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহ করিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে অনেক সম্মানিত শিক্ষককে ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা রাজনৈতিক মতভিন্নতার কারণে কখনো পরোক্ষ আবার কখনোবা প্রত্যক্ষভাবে সন্ত্রাসে মদদ যোগাইতে দেখিয়াছি। যাহার অনিবার্য পরিণামস্বরূপ তাহারা শিক্ষার্থীদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা হারাইতেছেন। একটি আলোকোজ্জ্বল নূতন শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া জাতির বিবেক বলিয়া পরিচিত শিক্ষক সমাজের একটি অংশের নৈতিক দীনতা অবলোকন করিয়া নিজেই নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতেছি। আমি শিক্ষকবৃন্দের নিকট সবিনয়ে আরজ করিব, তাঁহারা যেন ব্যবহারিক জীবনে নীতি নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ ও অধ্যয়নকে অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখেন। সবারই নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন থাকিবে, কিন্তু ইহার জন্য প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িত হইয়া পড়িলে ভিন্নমতাবলম্বী একজন ছাত্র তাহার শিক্ষককে ক্রমশঃ প্রতিপক্ষ ভাবিতে শুরু করিবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানের অনুশীলন ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা হইবে ব্যাহত। পাশাপাশি আমি শিক্ষক নিয়োগকারী সকল কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন জানাইব যে, শিক্ষক নিয়োগের প্রাক্কালে প্রার্থীর একাডেমিক ক্যারিয়ারের পাশাপাশি তাঁহার যথার্থ নৈতিক মান তথা চারিত্রিক দৃঢ়তাও তলাইয়া দেখা হউক। চরিত্রবান শিক্ষকই পারেন জাতিকে চরিত্রবান নাগরিক উপহার দিতে।

শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া,
এডভোকেট,
হাইকোর্ট ডিভিশন,
২৪৬, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।